সংবাদ

তারিখ 20 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষার করুণ হাল

# যতো শিক্ষক ততো ছাত্রছাত্রী পাস করে না

রাশেদ আহমেদ ঃ সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়ে যত শিক্ষক ও কর্মচারী বেতন গ্রহণ করে দু'টি পাবলিক পরীক্ষায় এসএসসি ও এইচএসসিতে পাশের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা গেছে, দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে সাড়ে ৬ লাখের মতো শিক্ষক রয়েছে; কিন্তু ২০০২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী পাস করেছে মাত্র ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৭শ' ৯৭।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে একজন শিক্ষক গড়ে একজন ছাত্রছাত্রীকেও পরীক্ষায় পাস করাতে পারে না? বিস্ময়কর এই চিত্র দেখলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি ধরা পড়ে।

ব্যানবেইস সম্প্রতি এক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে, গত বছর দেশের ১ হাজার ৩শ' ৯৪টি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। এর মধ্যে

পাস ঃ করে না - (১ম পৃষ্ঠার পর)

মূল বেতনের ৯০ শতাংশ পাচ্ছেন। এর মধ্যে বেসরকারি স্কুলে ১ লাখ ৭৩ হাজার ২শ' জন শিক্ষক, বেসরকারি কলেজে ৫৩ হাজার ৬৫ জন শিক্ষক, মাদ্রাসায় ১ লাখ ৯ হাজার ১শ' ১৭ শিক্ষক আছেন। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কর্মচারী আছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৫৫ জন।

এসব শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বাবদ সরকারি কোষাগার থেকে বছরে ১ হাজার ৮শ' ৫০ কোটি টাকা গুণতে হচ্ছে। এমপিওভুক্ত ছাড়াও দেশে ১ মাসের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষক রয়েছে। দেশে সরকারি স্কুল ও কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ৫৫ হাজার ৩শ' ২০ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৯৯ জন। এছাড়া ক্যাডেট কলেজগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা ৩শ' ৭৮ জন অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৭৯ হাজার ৬শ' ৯৭ জন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি এরা পেয়ে থাকেন। সব মিলিয়ে দেশে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা সাড়ে ৬ লাখের মতো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, গত বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষায় ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪শ' ৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮শ' ১৮ জন। এসএসসি পরীক্ষায় ১০ লাখ ৫ হাজার ৯শ' ৩৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে মাত্র ৪ লাখ ৮ হাজার ৯শ' ৭৯ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকারি ও বেসরকারি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল পড়াশোনা হয়। মফস্বল এলাকার অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার অবস্থা করুণ। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মাদ্রাসাগুলোতে। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ মাদ্রাসায় ভাল লেখাপড়া হয় না। গত বছর দেশের ১ হাজার ৭৭টি মাদ্রাসায় একজন ছাত্রছাত্রীও পরীক্ষায় পাস করেনি। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এমপিওভুক্ত নয় এমন অনেক স্কুল ও কলেজে লেখাপড়ার মান ভাল। এসব প্রতিষ্ঠানে পাশের হার ৯০ থেকে ৯৫ ভাগের ওপরে। ক্যাডেট কলেজগুলোতে পাসের হার শতকরা ১শ' ভাগ।

সূত্র জানায়, রাজনৈতিক প্রভাবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে তার বেশিরভাগেই চলছে লেখাপড়ার দুরবস্থা।

আগামী অর্থবছরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে এমপিওভুক্তি বাতিল করার পদক্ষেপ নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানায়।

স্কুল হচ্ছে ১শ' ৮৯টি, কলেজ ১শ' ২৮টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৭৭টি এবং ভোকেশনাল স্কুল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ২৪টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি এমপিওভুক্ত অর্থাৎ সরকারি কোষাগার থেকে শিক্ষক-কর্মচারী বেতন গ্রহণ করেন।

শিক্ষক-কর্মচারীরা মাসে মাসে এমপিওর টাকা গ্রহণ করার পরও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের বৃদ্ধি না হওয়ায় সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চলতি বছর নতুন করে স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, সারাদেশে বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৪৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও-এর টাকা অর্থাৎ

পাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪